১

আদর্শ সংগঠকের পরিচয়

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

১। সংগঠন

সংগঠন শব্দের অর্থ নির্মাণ, গঠন করণ, একত্রকরণ, সুসংবদ্ধকরণ এবং কিছু লোক মিলে গড়ে তোলা দল বা প্রতিষ্ঠান।

২। ইসলামী সংগঠন

কোন ভূ-খণ্ডে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালনার জন্য গঠিত সংগঠনই ইসলামী সংগঠন।

৩। সংগঠক

সংগঠক অর্থ গঠনকার, যিনি গঠন করেন এবং যিনি গঠনের কাজ করেন।

৪। সংগঠন পরিচালনা

সংগঠন গড়ে তোলা, সংগঠন পরিচালনা করা এবং সংগঠন টিকিয়ে রাখা সহজ কাজ নয়, অবশ্যই এটি একটি কঠিন কাজ।

৫। সংগঠকের গুরুত্ব

সংগঠন গড়ে তোলা, সংগঠন পরিচালনা করা এবং সংগঠন টিকিয়ে রাখার মতো কঠিন কাজ আঞ্জাম দেন বিধায় সংগঠক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

৬। সংগঠকের মর্যাদা

যেই কোন পেশার যেই কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির চেয়ে সম পর্যায়ের ইসলামী আন্দোলনের একজন সংগঠকের মর্যাদা অনেক বেশি।

৭। সংগঠকের কাজ

(ক) নতুন নতুন ব্যক্তির কাছে দা'ওয়াত পৌছানো নিশ্চিত করণ,

(খ) সাংগঠনিক সিসটেম-এর ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরণ,

(গ) দা'ওয়াতে সাড়া দানকারী ব্যক্তিদেরকে কর্মীতে এবং কর্মীদেরকে সদস্যে উন্নীতকরণ।

(ঘ) নতুন নতুন ইউনিট গঠন।

- **নতুন নতুন ব্যক্তির কাছে দা'ওয়াত পৌছানো নিশ্চিত করণ**

  গোটা জনশক্তিকে দীনের মুবাল্লিগ বা দা'য়ী ইলাল্লাহ রূপে ভূমিকা পালনে তৎপর রাখা। এই কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দারসুল কুরআন, দারসুল হাদীস ও বক্তৃতা-ভাষণ প্রদান।

- **সাংগঠনিক সিসটেম-এর ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরণ**

  যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান, নিয়মিত পরামর্শ সভার অধিবেশন ও কর্ম পরিষদের মিটিং অনুষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট স্তরে শাখা সভাপতিদের ও উপশাখা সভাপতিদের মিটিং অনুষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট স্তরে সাপ্তাহিক কর্মী সভা অনুষ্ঠান এবং রিপোর্ট সংগ্রহ, রিপোর্ট কম্পাইলেশন ও রিপোর্ট পর্যালোচনা কার্যক্রমের মাধ্যমে সাংগঠনিক সিসটেম তরতাজা রাখা।

- **দা'ওয়াতে সাড়াদানকারী ব্যক্তিদেরকে কর্মীতে এবং কর্মীদেরকে সদস্যে উন্নীত করণ**

  সাধারণ সভায় আনয়ন, পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বইগুলো পড়া নিশ্চিতকরণ, পাঠচক্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, শিক্ষা বৈঠক ও শিক্ষা শিবিরে উপস্থিতি নিশ্চিত করণ এবং দারসুল কুরআন, দারসুল হাদীস ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা শুনানো।

  ব্যক্তিগত আলাপের মাধ্যমে ইসলামী জীবন দর্শন, আন্দোলন এবং সংগঠন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার প্রয়াস চালানো।

  উল্লেখ্য যে এইসব প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে ব্যক্তির মানোন্নয়ন ঘটতে থাকে।

- **নতুন নতুন ইউনিট গঠন**

  সামগ্রিক তৎপরতার রিজাল্ট হিসেবে কোন ইউনিটে কর্মী সংখ্যা বেশ বেড়ে গেলে এবং সেই ইউনিটের কর্মীদের একাংশ পৃথক করে নিলে তার মধ্যে যদি সাংগঠনিক বুঝ-সমঝসম্পন্ন এবং ইউনিট পরিচালনা করার যোগ্যতাসম্পন্ন লোক পাওয়া যায় তাহলে ঐ কর্মীদেরকে নিয়ে নতুন ইউনিট গঠন।

  এইভাবে অব্যাহতভাবে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটাতে থাকা আদর্শ সংগঠকের একটি বড়ো কাজ।

  লক্ষ্য করার বিষয়, একজন সংগঠকের যাবতীয় সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে তিনটি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা যায়।

  শব্দ তিনটি হচ্ছে 'দা'ওয়াত', 'তানযীম' ও 'তারবিয়াত'।

  এই তিনটি শব্দ একজন সংগঠকের চিন্তা চেতনায় সব সময় সজীব থাকা প্রয়োজন।

৮। শক্তিশালী সংগঠক

তিনিই শক্তিশালী সংগঠক যাঁর একটি সুযোগ্য পরামর্শ সভা এবং একটি দক্ষ এক্সিকিউটিভ টীম আছে।

পরামর্শ সভা মাথার কাজ করে।

এক্সিকিউটিভ টীম হাতের কাজ করে।

৯। এক্সিকিউটিভ টীম

লোক পড়তে পারার যোগ্যতা ব্যবহার করে–

(১) বিশুদ্ধ চিন্তা- চেতনার অধিকারী,

(২) উন্নত আমল-আখলাকের অধিকারী,

(৩) সুন্দর আচরণের অধিকারী এবং

(৪) নিরলস প্রকৃতির কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে সংগঠক তাঁর এক্সিকিউটিভ টীম গঠন করবেন।

১০। টীম স্পিরিট সমুন্নত রাখা

টীম স্পিরিট অর্থ 'নিজের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ফলানোর চেষ্টা না করে দলের সমষ্টিগত সাফল্যের জন্য অন্যদের সাথে মিলেমিশে কাজ করার মনোবৃত্তি।'

সংগঠক নিজে এই মনোবৃত্তি জাগ্রত রাখবেন এবং অন্যদের মাঝেও এর বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করবেন।

১১। সংগঠকের জওয়াবদিহি

একজন সংগঠক ওয়াদা করেন যে তিনি–

(১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্য ও আদেশ পালনকে সব কিছুর উর্ধে স্থান দেবেন,

(২) সংগঠনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য একনিষ্ঠভাবে প্রচেষ্টা চালাবেন,

(৩) নিজের যাবতীয় কাজ ও স্বার্থের চেয়ে সংগঠনের কাজ ও স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবেন,

(৪) সদস্যদের মধ্যে নিরপেক্ষতা ও ন্যায় পরায়ণতার ভিত্তিতে ফায়সালা করবেন,

(৫) সংগঠনের পরিচালনা বিধি পূর্ণভাবে মেনে চলবেন,

(৬) সংগঠনের আমানাত সমূহের হিফাযাত করবেন,

(৭) সংগঠনের সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন।

এই ওয়াদা পালনের বিষয়ে তাঁকে জওয়াবদিহি করতে হয়–

(১) নিজের বিবেকের কাছে,

(২) পরামর্শ সভার কাছে,

(৩) সদস্য সম্মেলনের কাছে,

(৪) উর্ধতন দায়িত্বশীলদের কাছে,

(৫) সর্বোপরি আখিরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের কাছেও তাঁকে জওয়াবদিহি করতে হবে।

এই জওয়াবদিহির অনুভূতি সব সময় মনে জাগ্রত রাখা একজন সংগঠকের বড়ো দায়িত্ব।

১২। শ্রদ্ধাভাজন সংগঠক

(১) অনাড়ম্বর জীবন,

(২) অমায়িক ব্যবহার,

(৩) অনুকরণযোগ্য আখলাক,

(৪) অনুপ্রেরণাদায়ক আলোচনা এবং

(৫) অস্থিরতা মুক্ত মন ও তৎপরতা

একজন সংগঠককে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত করে।

--০--

নেতৃত্ব

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

১। **নেতা হবেন একজন বিজ্ঞ শিক্ষক।**
আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান, রাসূলের মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞান, আখিরাত সম্পর্কে জ্ঞান, ইসলামী জীবন বিধানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞান, আন্দোলন সম্পর্কে জ্ঞান, আন্দোলনের মাক্কী ও মাদানী স্তরের কর্মনীতি সম্পর্কে জ্ঞান, সংগঠন সম্পর্কে জ্ঞান, মুহাসাবা সম্পর্কে জ্ঞান, সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে জ্ঞান কর্মীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া তাঁর কর্তব্য।

২। **নেতা হবেন একজন দক্ষ সংগঠক।**
সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা, নির্বাহী টীম গঠন করা, বিভিন্ন স্তরে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা এবং প্রত্যেক দায়িত্বশীলের করণীয় তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া তাঁর কর্তব্য।

৩। **নেতা হবেন একজন সূক্ষ্মদর্শী বিশ্লেষক।**
কর্মক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য, কর্মক্ষেত্রের অনুকূলতা, প্রতিকূলতা, কর্মীদের মান, প্রভাব বলয়ের বিস্তৃতি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা তাঁর কর্তব্য।

৪। **নেতা হবেন একজন দূরদর্শী পরিকল্পক।**
কর্মক্ষেত্র বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আগামী বছরে জনশক্তি বৃদ্ধি, ইউনিট সংখ্যা বৃদ্ধি, আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন, প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ এবং বিভিন্ন সামাজিক শক্তি সৃষ্টির পরিকল্পনা প্রণয়ন করা তাঁর কর্তব্য।

৫। **নেতা হবেন একজন নিয়মিত পর্যবেক্ষক।**
গৃহীত পরিকল্পনা অধস্তন স্তরে সঠিকভাবে কমিউনিকেট করা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগুচ্ছে কিনা সময় সময় তার খোঁজ খবর নেওয়া নেতার কর্তব্য।

৬। **নেতা হবেন একজন বিচক্ষণ কর্মী পরিচালক।**
কারো কাজ সরাসরি কর্মীদেরকে পরিচালনা করা।
কারো কাজ অধস্তন দায়িত্বশীলদের মাধ্যমে কর্মীদের পরিচালনা করা।
গড়ঃরাধঃরড়হ ও চবৎংঁধংরড়হ পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ আদায় করে নেওয়া তাঁর কর্তব্য।
অধস্তন দায়িত্বশীলদেরকে এবং কর্মীদেরকে Dependence-এ অভ্যস্ত করা কিংবা Independence দেওয়া সঠিক কাজ নয়, তাদেরকে নির্ভরশীলতা ও স্বাধীনতার মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান অর্থাৎ autonomy দিয়ে grow করার সুযোগ দেওয়া তাঁর কর্তব্য।

৭। **নেতা হবেন একজন সতর্ক আলোচক।**
ফোরাম সম্পর্কে সচেতন থেকে জ্ঞানগর্ভ, যুক্তিপূর্ণ এবং নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখা তাঁর কর্তব্য।

৮। **নেতা হবেন একজন যোগ্য মিটিং পরিচালক।**
মিটিংয়ের তারিখ, সময় এবং স্থান সঠিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে অবহিত করা, সঠিক সময়ে মিটিং শুরু করা, কার্যসূচীর ভিত্তিতে মিটিং পরিচালনা করা, ঘোষণা দিয়ে মিটিং শুরু করা এবং ঘোষণা দিয়ে মিটিং শেষ করা তাঁর কর্তব্য।

৯। **নেতা হবেন একজন খাঁটি আমানাতদার।**
সংগঠনের টাকা-পয়সা, আসবাব, ফাইল-রেজিস্টার, টেলিফোন, যানবাহন এবং জনশক্তি তাঁর নিকট গচ্ছিত আমানাত।
এইগুলোর সদ্ব্যবহার করা তাঁর কর্তব্য।

১০। **নেতা হবেন অনুগামীদের সান্ত্বনার স্থল।**
তাঁর সান্নিধ্যে এসে সান্ত্বনা পাওয়া অনুগামীদের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা।
ধৈর্য ধরে তাদের কথা শুনা, তাদের সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করা, অন্তত তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া তাঁর কর্তব্য।

১১। **নেতার প্রতিটি কাজ হবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী।**
তাঁর দারসুল কুরআন, দারসুল হাদীস, বক্তৃতা-ভাষণ, লেখালেখি, পাঠচক্র পরিচালনা, শিক্ষা বৈঠক, শিক্ষা শিবির, সিমপোজিয়াম-সেমিনার অনুষ্ঠান ইত্যাদির পেছনে থাকবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য।

১২। **নেতা হবেন সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রশস্তচিত্ত এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দৃঢ়চিত্ত।**
পরামর্শকদের সাথে পরামর্শ করা, অধিকতর যুক্তপূর্ণ মতকে গুরুত্ব দেওয়া, সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য চেষ্টা করা এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ়তা অবলম্বন করা তাঁর কর্তব্য।

১৩। **নেতা হবেন অখণ্ড সততার অধিকারী।**
তাঁর চরিত্র, লেনদেন, কথাবার্তা, চালচলন, আচরণ এবং কর্মতৎপরতা কখনো প্রশ্নবিদ্ধ হবে না।
এই গুলোতে কোন বৈপরীত্য থাকবে না।

১৪। নেতা হবেন 'আল আদিল'।
আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি দশজন লোকেরও নেতা হয় কিয়ামাতের দিন তাকে বেড়ি লাগানো অবস্থায় হাযির করা হবে।(লোকদেরকে পরিচালনা কালে) তার অনুসৃত ন্যায়নিষ্ঠতা (আল আদল) এই অবস্থা থেকে তার মুক্তির কারণ হবে অথবা তার কৃত অন্যায় (আলজূর) তার ধ্বংসের কারণ হবে।" [আবু হুরাইরা (রা), সুনানু আদ দারেমী]
'আল আদল'– ন্যায় কথা, ন্যায় সিদ্ধান্ত, ন্যায় নির্দেশ এবং ন্যায় আচরণ।
'আলজূর'– অন্যায় কথা, অন্যায় সিদ্ধান্ত, অন্যায় নির্দেশ এবং অন্যায় আচরণ।